

কুরআনের সৌন্দর্যে অভিভূত

মূল : উস্তাদ নোমান আলী খান

ভাষান্তর : নোমান আলী খান বাংলা টিম

সম্পাদনা : রুকন উদ্দিন ও আহমাদ আল-সাবা

নোমান আলী খান সিরিজ : ১১

ডিভাইন স্পিচ সিরিজ : ৩

বুকিশ প্রাবলিশার

অল্প একটি কথা

আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত হামদ ও শোকরিয়া মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য নিবেদিত। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী হেদায়াতের দিশারী নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর। আরো শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর আহল ও সাহাবা আজমাইন, সালফে-সালেহীন, আমাদের বাবা-মা ও যারাই দ্বীনের পথে সহায়তা করেছেন, তাদের উপর।

ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি একটি জাতির সংস্কৃতি, চিন্তাশক্তি ও অনুভূতির প্রতিফলন। যখন কোনো ভাষা শৈল্পিক উৎকর্ষে পৌঁছে যায়, তখন তা শুধু শব্দগুচ্ছের সমাহার নয়, বরং এক অনন্য শিল্পরূপ ধারণ করে। আরবি ভাষা তেমনি এক ভাষা, যা অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ছন্দের সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু এই ভাষার প্রকৃত শীর্ষসীমা দেখা যায় কুরআনের মধ্যে, যা মানব ইতিহাসে এক অলৌকিক ভাষাগত নিদর্শন হিসেবে চির বিস্ময়ের উৎস হয়ে আছে। কুরআনে শুধু একটি ঐশী গ্রন্থ নয়, বরং ভাষার অলৌকিক জীবন্ত নিদর্শন।

ড. সালেহ আস-সামারাজি, যিনি নিজেই একজন ভাষাবিদ, তিনি আরবী ভাষা ও কুরআনের অলৌকিকতার বিস্ময়কর সব আবিষ্কার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কুরআনের ভাষাগত সৌন্দর্য, শৈল্পিক গঠন ও শব্দ ব্যবহারের গভীরতা এক পরম বিস্ময় ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ। কুরআনের শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, ছন্দময়তা এবং ভাবসম্প্রসারণ এক অপার বিস্ময়ের জগৎ সৃষ্টি করে, যা হাজার বছর পরেও অনবদ্য ও অতুলনীয়। এটি কেবল সাহিত্যিক সৌন্দর্য নয়, বরং ভাষাগত বিস্ময়ের এক অপরাজেয় প্রমাণ।

এই গ্রন্থে উস্তাদ নোমান আলী খান ড. সালেহ আস-সামারাজি এর বই থেকে অনুপ্রেরণাসহ আরো অনেকের কুরআনের ভাষাগত বিস্ময়কর কাজগুলো থেকে তুলে এনেছেন, যা পাঠকদের জন্য এক অনন্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন হবে। এটি শুধু ভাষার সৌন্দর্য অনুধাবনের জন্য নয়, বরং কুরআনের অলৌকিকতার প্রতি নতুন করে চিন্তা করার দাওয়াতও বয়ে আনে।

আহমাদ আল-সাবা [B.S.S, M.S.S, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

প্রকাশক, বুকিশ পাবলিশার

একদৃশ্যে

১	নোমান আলী খান পরিচিতি	১০
২	অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসের রহস্যভ্রমণ	১৩
৩	অবিশ্বাস্য পুরস্কার!	১৮
৪	অপরাধী অন্তর	২০
৫	মন ও হৃদয়ের সংশয়	২৩
৬	আল্লাহর সাহায্য আসবেই	২৬
৭	শোনেও যেন শোনেনি	২৯
৮	আমি আর আমার নই	৩১
৯	আল্লাহর পরিকল্পনা ও প্রেরণা	৩৩
১০	আল্লাহ শোনেন ও জানেন	৩৫
১১	সবচেয়ে সেরা সফলতা	৩৮
১২	হুঁশিয়ার!	৪০
১৩	বিপর্যয়ের ভিন্নতা	৪২
১৪	মূসা ﷺ কেন বিশেষভাবে ভিন্ন?	৪৫
১৫	সুধারণার নিখুঁত সৌন্দর্য!	৪৭
১৬	নবীদের আখলাক থেকে আদবশিক্ষা	৪৯
১৭	আসমান-যমীনের তাসবীহ পাঠ	৫২
১৮	আল্লাহর অটল ওয়াদা	৫৭
১৯	নতুন ভোরের উদয়	৬০
২০	হৃদয়ে আল্লাহর ইলহাম	৬৩

২১	আকাশে গুপ্ত রহস্য	৬৬
২২	জান্নাতের আয়তনগত পার্থক্য	৬৮
২৩	শব্দে ভাসে সাইকোলজি : অপরাধ ও শাস্তি	৭২
২৪	নেয়ামতের গঠনগত শৈলী	৭৫
২৫	রহমতের রূপ-সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য	৭৮
২৬	আশ্চর্য বিষয়!	৮৬
২৭	নবী ইব্রাহীম ﷺ : মুক্তির প্রতীক	৮৯
২৮	হযরত মারইয়ামের বেড়ে ওঠা	৯২
২৯	শব্দ-সৌন্দর্যে সবর-সালাম	৯৮
৩০	সংশোধনের সুবর্ণ সুযোগ	১০২
৩১	আল্লাহ কখনো অন্যায়প্রবণ নন	১০৭
৩২	নবী ঈসা ﷺ : শব্দের সিগনেচার ব্র্যান্ড	১১০
৩৩	জীবন : এক পবিত্র আমানত	১১৪
৩৪	হাসির আড়ালে অন্তরের রোগ	১১৮
৩৫	বেহেশতে সঙ্গীসাথীর সাথে আনন্দ	১২১
৩৬	সাদাকার রহস্যময় সমৃদ্ধি	১২৬
৩৭	ষড়যন্ত্রকারীরা	১২৯
৩৮	মূর্খতার মাস্তুল	১৩২
৩৯	সলজ্জ চালচলন	১৩৫
৪০	আল্লাহ সদা সন্নিকটে	১৩৯
৪১	বিয়ের প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রস্তাব	১৪২
৪২	আত্ম-উপলব্ধিরও অধিক জানা	১৪৬
৪৩	মোনাজাতের মায়াবন্ধন	১৪৮
৪৪	অন্তরের অনুভূতিতে আস্থা	১৫১
৪৫	নেতৃত্বের প্রথম অকল্পনীয় গুণ	১৫৩

৪৬	মানসিক বুদ্ধিমত্তা	১৫৬
৪৭	দুঃখ-প্রকাশ দুর্বলতা ও দোষের নয়	১৫৯
৪৮	আদর্শ শিক্ষার্থীর আদর ও গুণ	১৬২
৪৯	শ্রেষ্ঠত্বের কম নয়	১৬৬
৫০	আল্লাহর অসীম উদারতা	১৭১
৫১	বিষণ্ণতার উর্ধ্বে ওঠো	১৭২
৫২	হৃদহৃদের জ্ঞান ও সূর্যপূজারীরা	১৭৪
৫৩	তাওবাহ; আল্লাহর প্রেমে প্রত্যাবর্তন!	১৭৬
৫৪	যেমন কর্ম, তেমন ফল	১৭৮
৫৫	অপবাদের বৃত্ত ভাঙুন	১৮০
৫৬	সহমর্মী হও : বিচারক হইয়ো না	১৮২

নোমান আলী খান পরিচিতি

“কুরআন তার সৌন্দর্যে চিত্তবিমোহনকারী; শব্দের দিক থেকে বিমোহকারী; বাণীর দিক থেকে প্রবলতর শক্তিশালী; সঙ্গতি ও ঐকতানের দিক থেকে মন্ত্রমুগ্ধকারী; এবং সৃষ্টিসূক্ষ্মের দিক থেকে আশ্চর্যতর।”

—উস্তাদ নোমান আলী খান

উস্তাদ নোমান আলী খান আল-কুরআনের শব্দচয়ন, শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সাথে বাস্তব উপমা দিয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য সারা বিশ্বেই বেশ বিখ্যাত। আয়াতে বাক্যের ধরণ-গঠন, রূপক-উপমা, একটি সূরার সাথে অন্য সূরার সঙ্গতি ও সেতুবন্ধন নিয়ে চমকপ্রদ তথ্য তুলে ধরেন; যা আল-কুরআন অধ্যয়নের দিকে সবার গভীর আগ্রহ বাড়িয়ে দেয় প্রবল উৎসাহের সাথে।

কুরআনের বিস্ময়কর শৈল্পিক সৌন্দর্য উপস্থাপনার জন্যে তিনি সমগ্র বিশ্বের মুসলিম তরুণ প্রজন্মের কাছে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। কুরআনের শব্দচয়ন কতটা সৃজনশীল, ভাষা কতটা মনোমুগ্ধকর, অর্থ কতটা যৌক্তিক হতে পারে—এগুলোই উস্তাদ নোমান আলী খানের চিন্তাভাবনা ও আলোচনার বিষয়। তাঁর বক্তব্যে কুরআনের অন্তর্গত সৌন্দর্য, গভীর প্রজ্ঞা ও মু'জিয়া মানুষের চোখের সামনে চিত্রময়ী হয়ে ফুটে ওঠে।

তাঁর বক্তব্য শুনে অসংখ্য মানুষ ইসলামের দিকে ফিরে এসেছে এবং ইসলাম কবুল করেছে। তিনি প্রায় ২০টিরও অধিক তাফসির-গ্রন্থসহ মোট ৩৫টিরও বেশি গ্রন্থ থেকে একটি আয়াত পাঠ করে আমাদের সামনে আল-কুরআনের গভীর শিক্ষাগুলো খুব সহজ, আকর্ষণীয় ও বাস্তবতার সাথে তুলে ধরেন। তাই, অনেক ইসলামী স্কলার নোমান আলী খানকে ‘আল-কুরআনের ভাষাবিজ্ঞানী’ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এছাড়াও জন এম্পিসিটো (Jonh Espisito) সম্পাদিত বিশ্বের ৫০০ প্রভাবশালী মুসলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের তালিকায়ও তাঁর স্থান অন্যতম।

এ মানুষটি জন্মগ্রহণ করেন জার্মানির রাজধানী বার্লিন শহরে। পরিবারসহ ছয় মাস বয়সে তাঁকে পাকিস্তানে চলে আসতে হয়। এখানেও তাঁর পরিবার দু'মাসের

বেশি স্থায়ী হয়নি; চলে যান সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে। তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় রিয়াদে অবস্থিত একটি পাকিস্তানি উর্দু মিডিয়াম স্কুলে। ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ছয় বছর তার পরিবার রিয়াদে অবস্থান করেন। এরপর চলে যান আমেরিকায়। সেখানে স্কুল শেষে কলেজে ভর্তি হন।

কলেজে মুসলিম না থাকায় প্রায় দু'বছর তিনি নাস্তিকতা চর্চা করেন ও নাস্তিকদের তাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের লেখাজোঁথা পড়ে ফেলেন। ততদিনে ইসলাম থেকে তিনি অনেকটাই দূরে চলে গেছেন।

এরপর নোমান আলী খান ইসলামে ফিরে আসলেন, তবে আগের চেয়ে শতগুণ গতিতে। একদিন আমেরিকান মুসলিম স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের (MSA) দু'জন সদস্যের সাথে তাঁর দেখা হয় ও এরপর থেকে আবার ইসলাম চর্চা শুরু করেন। কুরআনের ধারাবাহিক আলোচনা প্রথম তিনি শুনে তার কমিউনিটির একটি মসজিদে, ইমাম ডক্টর আব্দুস সামির কাছে। সেই জীবন্ত আধুনিক ও প্রাসঙ্গিক তাফসিরই তাকে আরবী শেখার দিকে উৎসাহিত করে। এরপর তিনি উস্তাদ সামি এবং পাকিস্তানে বিশেষ মেধাবৃত্তিতে আরবী শিখেন।

আরবী শেখারত অবস্থায় তিনি ইন্টারনেটে আরবী বিষয়ে বিভিন্ন জিনিস খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন ড. তারিক আল-সোয়াইদানের কুরআনের মু'জিয়া বিষয়ক প্রায় ১৫ ঘণ্টার একটি ভিডিও সিরিজ খুঁজে পান। আমরা যে উস্তাদের ভাষাগত মু'জিয়া নিয়ে প্রচুর কাজ দেখি সেগুলোর অনুপ্রেরণা এই লেকচার সিরিজটির আলোচক শাইখ ড. তারিক আল-সোয়াইদান থেকেই।

এর কিছুদিন পর তিনি ইন্টারনেটে পেলেন মিশরের ইমাম মুতাওয়াল্লী আল-শারাওয়ী رحمہ اللہ-কে। তাঁর আল-কুরআনের বাস্তবিক ও জীবনঘনিষ্ঠ আধুনিক তাফসির উস্তাদ নোমান আলী খানকে আরো বেশি অনুপ্রাণিত করে। উনার সেসব তাফসির থেকে সূরা ফাতিহার বাংলা অনুবাদ বই পাওয়া যায় 'আমার জীবনে আল-ফাতিহা' (তাফসির আল-শারাওয়ী) নামে।

এরপর পেলেন কুরআনের উপর লেখা ড. ফাদেল সালেহ আল-সামারাইয়ের বিভিন্ন বই ও বক্তৃতা। এগুলো পেয়ে তাঁর কাছে মনে হলো তিনি জ্ঞানের সাগর পেয়ে গেছেন। উস্তাদের আল-কুরআনের যে সূক্ষ্মতীক্ষ্ণ বর্ণনা ও বিভিন্ন শব্দের অনুপম বিশ্লেষণ পাই সেগুলোর অনেকটা তিনি ইনার থেকে পেয়েছেন।

পাকিস্তানের মহিলা আলেমা ড. ফরহাত হাশমি থেকে আল-কুরআনের শব্দে শব্দে তাফসির পড়েন পুরোটা।

পাকিস্তানের আরেকজন বিখ্যাত মুফাসসির ডা. এসরার আহমদের তাফসিরের

প্রতি ভালোবাসাটি ছিল আরেক প্রিয়তা। উস্তাদ নোমান আলী খান যখনই কোনো আয়াত বুঝে উঠতে ব্যর্থ হন তখনই এসরার আহমাদের তাফসির শুনলে যেন আল্লাহ তাঁর উপলব্ধির দুয়ার খুলে দিতেন।

হাদীস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বর্তমানে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও রিজালশাস্ত্রবিদ শাইখ ড. আকরাম নাদভী থেকে। তিনি শাইখ আবুল হাসান আলী নাদভী رحمہ اللہ এর সরাসরি ছাত্র।

বর্তমানে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে আবাসিকভাবে ইনটেন্সিভ এরাবিক ও আল-কুরআন শেখানোর কাজে নিজেকে পূর্ণরূপে নিয়োজিত রেখেছেন বাইয়্যিনাহ ইন্সটিটিউটে। আরবী ভাষায় কুরআন উপলব্ধির ব্যাপারে তিনি বলেন:

“কুরআনের এই অলৌকিকতার মাঝেই যে সৌন্দর্যময় হেদায়েত রয়েছে তা শুধু কুরআনের অনুবাদ পড়ে কোনোভাবেই আহরণ করা সম্ভব নয়। কারণ অনুবাদের কিছুটা বার্তা আসতে পারে, কিন্তু আল্লাহর বাণীর অলৌকিকতা ও গভীরতা শুধু অনুবাদে কোনোভাবেই আসে না।”

তিনি সিদ্ধান্ত নেন—যত কষ্ট করে তিনি ইসলাম ও কুরআন শিখেছেন ততটা কষ্ট যাতে আর কোনো মুসলিমের করতে না হয় সেজন্য ২০০৫ সালে তিনি বাইয়্যিনাহ ইন্সটিটিউট (Bayyinah Institute) নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেন এবং বাইয়্যিনাহ টিভি (Bayyinahtv.com) নামে আরেকটি ওয়েবসাইট চালু করেন। এই সাইটে কুরআনের সৌন্দর্য, সম্পূর্ণ কুরআনের ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন অনুবাদসহ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, আরবী ভাষা শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ের উপর বর্তমানে অসংখ্য ভিডিও রয়েছে।

তরুণরা কুরআন পড়ে না, এরা আরবী পড়তে চায় না। উস্তাদ নোমান আলী খান বলেন:

“আমরা যদি তরুণদের জন্য আরবী ভাষাকে সহজ করে দিতে পারতাম, অবশ্যই তারা আরবী শিখতো। আমরা যদি কুরআনকে তাদের কাছে সহজ ভাষায় পৌঁছে দিতে পারতাম, অবশ্যই তারা তা গ্রহণ করতো। কারণ ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। সবাই বলে—আরবী ভাষা ও কুরআন শেখার জন্যে আমার কাছে আসো; কিন্তু আমি নিজেই কুরআন শেখানোর জন্যে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হতে চাই।”

অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসের রহস্যভ্রমণ

কুরআনের বিস্ময়: একটি ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের গল্প

“কুরআনের বিস্ময়ে অভিভূত” (Amazed By The Quran) বইটির উদ্দেশ্য এমন কিছু রিসোর্স, বই, আমার নিজস্ব গবেষণা ও অন্তর্দৃষ্টি আপনাদের সামনে পেশ করা, যা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের ভাষার নিখুঁত সূক্ষ্মতার মাঝে নিহিত বিস্ময়, সৌন্দর্য ও অলঙ্কারের ব্যাপারে বিস্মিত করেছে। এগুলো আমাকে এমনভাবে বিস্মিত করেছে যা দেখে নিজেই ভাবতে বাধ্য হয়েছি—এই কুরআন কোনো মানুষের পক্ষে এভাবে রচনা করা অসম্ভব।

প্রায় ১২ বছর আগে আমি যে বইগুলো পড়েছিলাম, তার একটি ছিল ইরাকের লেখক ড. সালেহ আস-সামারাই রচিত চমৎকার একটি বই (التعبير القرآني) [Quranic Expression]; “কুরআনের অভিব্যক্তির শৈলী”। তিনি এই ধরনের বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। পরবর্তীতে আমি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন কাহিনীর সাথে পরিচিত হই। আপনাদের তাঁর সম্পর্কে প্রথমে কিছুটা বলি; কেন তিনি এই রহস্যভ্রমণের পথে নিজেই যাত্রা করেছেন।

তিনি ছিলেন আরবী ভাষার একজন নিখুঁত বিশেষজ্ঞ, একজন অসাধারণ পিএইচডি ভাষাবিদ, যিনি ইরাক যুদ্ধের সময় বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—তাঁর যুবক বয়সে তিনি একটি ঈমানী সংকটের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর চারপাশের সবাই নামাজ পড়ত, মসজিদে যেত, প্রতিদিন আযান শুনত। তিনি আরব বিশ্বে, ইরাকে বাস করতেন। কিন্তু তিনি আসলে জানতেন না কেন আমরা ইসলামে বিশ্বাস করি, কেন আমরা কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে বিশ্বাস করি। তিনি সত্যিই এগুলো জানতেন না।

একদিকে তিনি তাঁর আরব ঐতিহ্য নিয়ে খুবই গর্বিত ছিলেন, কিন্তু অন্যদিকে তিনি তাঁর ইসলামি ঐতিহ্য সম্পর্কে ততটা নিশ্চিত ছিলেন না। মজার ব্যাপার হলো, তিনি তার গ্রন্থে তাঁর যে চিন্তার দ্বন্দ্বের কথা বর্ণনা করেছেন, তা তিনি লোকদের কাছে প্রকাশ করতে ভয় পেতেন।

তিনি এভাবে বর্ণনা করেন যে, তিনি জীবনের এমন এক মোড়ে এসে পৌঁছেছিলেন যেখানে দুটি পথ ছিল—হয় আনন্দ থেকে বঞ্চনার জীবন, নয়তো আনন্দের জীবন। তিনি নিজের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি আমি এই ইসলামের পথ অনুসরণ করি, তাহলে এটি আমাকে কিছু জিনিস করতে নিষেধ করবে, যেসব জিনিস আমি সত্যিই করতে চাই; যা খেতে চাই, যা পান করতে চাই, যা করতে চাই, যেখানে যেতে চাই—সেটা আর সম্ভব হবে না। এটি আমার পথে কিছু বাধা স্থাপন করবে।

আর যদি আমি এই ইসলামের কথা না শুনি ও যা খুশি তাই করি, তবে এটি হবে স্বাধীনতার জীবন। আমি চিরদিন যুবক থাকব না, একদিন মৃত্যুবরণ করব। তাই আমার এই যৌবনের বছরগুলোতে আমি জীবন থেকে সর্বোচ্চ আনন্দ পেতে চাই। আমার মনে হতো, যদি আমি ইসলামের পথ বেছে নিই, তাহলে এটি আমার কাছ থেকে সেই আনন্দগুলো কেড়ে নেবে।

তবে তিনি বলেন, যেহেতু ইসলাম আমার ঐতিহ্যের অংশ, আমার চারপাশের সবাই এতে বিশ্বাস করে, তাই আমি নিজেকে যুক্তি ও সুযোগ দিতে চাই। আমি এটি বলতে চাই না যে, নিছক আনন্দের জন্য বিনোদনের পথ বেছে নিয়েছি। আমি নিজেকে এই যুক্তি দিতে চাই যে, আমি আমার পরিবারের ঐতিহ্য, আমার চারপাশের মানুষের বিশ্বাস ও ঈমানী ঐতিহ্যকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পরিত্যাগ করেছি।

তিনি বলেন, তিনি ঠিক করলেন নিখুঁত দৃষ্টিতে কুরআনের সমালোচনামূলক অধ্যয়ন করবেন। তিনি নিজে নিজে এই বইটি (কুরআন) পড়ে দেখবেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ইতোমধ্যেই আরবী ভাষার উপর একজন বিশেষজ্ঞ ও আরবী সাহিত্যে পিএইচডি ছাত্রদের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় তাঁর দক্ষতা আরও বাড়াতে এবং তার আরবী আরও পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, কারণ তিনি তাঁর আরবী ঐতিহ্য নিয়ে ছিলেন খুবই গর্বিত।

কুরআনের সমালোচনামূলক অধ্যয়ন করতে গিয়ে তিনি যত বেশি অধ্যয়ন করতে থাকলেন, ততই তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন যে, এই গ্রন্থ মানবীয় সৃজনশীলতার কোনো ফসল হতে পারে না। একজন আরব হিসেবে তিনি নিজেই আরবী কুরআনের বিষয়ে বিস্মিত হন এবং নিজেকে বলেন যে, এটি কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা গ্রন্থ হতে পারে।

তিনি তাঁর আরবী অধ্যয়ন ও কুরআন অধ্যয়ন আরও গভীর করেন এবং বেশ কয়েকটি বই লিখতে শুরু করেন। আমি যে স্মৃতিকথার কথা বলছি, তাঁর

যৌবনের সেই যাত্রার কথা তাঁর একটি বইয়ের ভূমিকায় বর্ণিত আছে। বইটির নাম “নবুওয়াতে মুহাম্মাদ ﷺ: সন্দেহ থেকে দৃঢ় বিশ্বাসে আমার যাত্রা” (نبوة محمد من الشك إلى اليقين)। বইয়ের নামটিও সুন্দর।

তিনি মূলত বর্ণনা করেন, “দেখুন, আমি নিজে যে পথে যাত্রা করেছি, এখন প্রত্যাবর্তন করে সেই বিষয়ে কথা বলতে পারছি।” তিনি বলেন, তিনি যত বেশি কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকেন, ততই তিনি আবিষ্কার করেন যে, এটি একেবারেই বিস্ময়করভাবে অসাধারণ। “এর মতো আমি আর কিছুই দেখিনি।”

উল্লেখ্য যে, তিনি অন্যান্য সেমিটিক ভাষায়ও বেশ দক্ষ ছিলেন; তিনি হিব্রু, আরামাইক, এমনকি ব্যাবিলনীয় ভাষায়ও গবেষণা করেছেন। তিনি একজন সার্বিক ভাষাবিদ ছিলেন।

তিনি আরবী ভাষায় সাহিত্য হিসেবে কুরআনের উপর গবেষণা শুরু করেন এবং কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। যদিও কুরআনের ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়ন হাজার বছর ধরে চলছে, প্রায় ১৫ শ বছর ধরে মুসলিমদের কাছে একটি আগ্রহের বিষয়, তবু তিনি এতে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসেন।

কারণ তিনি ঐতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষার পটভূমি থেকে আসেননি। তিনি সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত বইগুলি পড়েননি যা আপনাকে পূর্ব থেকেই এক ধরনের নির্দিষ্ট মানসিকতা তৈরি করে দেয় এবং তারপর আপনি সেই বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি আসলে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এসেছিলেন—

“আমি কেবল আরবী ভাষাকে ভালোবাসি এবং এখন আমি কুরআন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেছি।”

তাই যদিও তিনি তাঁর কুরআন অধ্যয়ন উন্নত ও বৃদ্ধি করেছিলেন, তিনি এই বিষয়ে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছিলেন। আমার পড়া তার প্রথম বইগুলোর একটি ছিল—“কুরআনের অভিব্যক্তির শৈলী” (التعبير القرآني) [Quranic Expression]; কুরআন কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করে।

যত বেশি আমি ব্যক্তিগতভাবে এই বইটির মধ্য দিয়ে গেছি, ততই উপলব্ধি করেছি যে, কুরআনে এমন অনেক কিছু আছে যা অনুবাদ করলে তখন ঐ মূল সৌন্দর্য ও বিস্ময়ের ভাব সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। এটি যেন সেখানে নেই। অথচ যদি আরবীতে কী ঘটছে তা দেখতেন, তাহলে আপনি বিস্মিত হতেন।

আরবী ও ভাষাবিদ ড. ফাদেল সালেহ আস-সামারাজি (Dr. Fadel Saleh Al

Samarrai) এর সেইসব গবেষণার বিষয়গুলো আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এখানে ইনশাআল্লাহ আমি উনার লেখা ও অন্যান্য আরবী কাজগুলো থেকে তথ্য নিয়ে নতুনভাবে উপস্থাপন করব। এই লেখক এবং অন্যান্য আরও কিছু এমন লেখক রয়েছেন, যারা শুধুমাত্র কুরআন তাদের কীভাবে বিস্মিত করেছে সেই বিষয়ে বই লিখেছেন। এর অধিকাংশই আরবী ভাষায় লেখা। তাই আমি যা করতে চাই তা হলো আরবী ভাষা থেকে সেই বিষয়বস্তু নিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করা যা ইংরেজিতে ব্যাখ্যা করা সহজ, যার জন্য আপনার আরবী ভাষার পটভূমি থাকা প্রয়োজন নেই। এভাবে আমি এই মণিমুক্তাগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

যখন আমি নিজে আরবী ভাষার ছাত্র হলাম এবং কুরআনের একটি বিষয় অধ্যয়ন করতে শুরু করলাম—যাকে বলা হয় *عَجَازُ الْقُرْآنِ* (ই'জাযুল কুরআন)। এর অর্থ কুরআনের অলৌকিকত্ব ও কুরআনের অভিজ্ঞতার প্রকৃতি; কুরআনের মু'জিয়া। তখন আমি যা শিখলাম, তার অনেক কিছু সম্পর্কে আমার শিক্ষকরা বলতেন—“দেখো, আরও গভীর কিছু বিষয়, প্রকৃত মজার বিষয়গুলো বুঝতে হলে তোমাকে আরবী জানতে হবে। আরবী না জানলে তুমি সত্যিই এগুলো বুঝতে পারবে না।”

আমি একমত যে আরবী না শিখলে আমি এটি উপলব্ধি করতে পারতাম না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমি সেই বিষয়গুলো ভিন্ন ভাষায় উপস্থাপন করতে পারব না, যাতে অন্যরা অন্তত এর স্বাদ পায় বা এটি কী ধরনের বিষয় সে সম্পর্কে ধারণা পায়। আমি মনে করি, মানুষ এটি বুঝতে পারবে, আপনিও এটি বুঝতে পারবেন।

আমার কাজ হলো এটিকে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করা। আমি মনে করি, এটিকে এমনভাবে সহজবোধ্য করা যেতে পারে, যাতে আপনি এটি উপলব্ধি করতে পারেন। শেষ পর্যন্ত, এই বিষয়ের গুরুত্বের কারণে আমি প্রায় বাধ্য হই এই বিষয়গুলি শেয়ার করতে।

কারণ আমি এমন কিছু আবিষ্কার করেছি, যা আমার ঈমান ও এই গ্রন্থের (আল-কুরআন) প্রতি আমার আস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং কুরআনের সাথে আমার সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। তাই আমার উচিত এগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করা। আমি চাই আপনিও এগুলোর কিছুটা স্বাদ পান।

যারা এই বইটি পড়বেন তাদের জন্য আমার বক্তব্য হলো:

প্রথমত, আপনি কুরআন সম্পর্কে আরও কৌতূহলী হয়ে উঠুন। এটি আপনাকে

নিজ থেকে আরও বেশি কুরআন অধ্যয়ন করতে উদ্বুদ্ধ করুক। আপনাকে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আরও বিস্তারিত, নিখুঁত প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করুক। চিন্তা উদ্দীপক প্রশ্নগুলি; এটি কী, এটি আমাকে কী বলছে—আমি আল্লাহর কিতাবের সাথে আপনার সেই সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করতে চাই।

দ্বিতীয়ত, আমি আপনাকে আরবী শেখার জন্য উৎসাহিত করতে চাই। কারণ আরবী ভাষা শেখা সম্ভব, খুব কঠিন কাজ নয়। আমি স্কুলে তেমন ভালো ছাত্র ছিলাম না, ভালো গ্রেডও ছিল না। আমি কোনো প্রতিভাবান নই। আমি জানি আমি কী। আমার বাবা-মা আমার চেয়েও ভালো জানেন। কিন্তু যদি আমি আরবী শিখতে পারি, তাহলে যেকোনো আরবী শিখতে পারে।

আমি যদি আরবী শেখাতে পারি, তাহলে তো কথাই নেই, যেকোনো আরবী শিখতে পারে। যদি আপনার মধ্যে এই অনুপ্রেরণা থাকে যে, আপনি কুরআন বুঝতে চান এবং সেজন্যই আরবী শিখতে চান, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনি এটিকে আপনার জন্য এতটাই সহজ করে দেবেন যে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন।

আশা করি, আপনারা আল-কুরআনের বিস্ময়ের উপর এই বইয়ের ভ্রমণে আমার সঙ্গী হবেন। এই বইটির নাম “কুরআনের বিস্ময়ে অভিভূত” এবং সর্বোপরি কুরআন আমাকে কীভাবে বিস্মিত করে এখানে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

অবিশ্বাস্য পুরস্কার!

প্রথমেই আমি আমি সূরা তাওবার পরপর দুটি আয়াতের মধ্যকার আমলের বিস্ময় নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলোর শেষাংশ একই বিষয়বস্তু নিয়ে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

তাদের আমলনামায় একটি করে
সৎকর্ম লিখিত হয়। আল্লাহ তা
সৎকর্মশীলদের প্রতিফল নষ্ট করেন
না। [সূরা তাওবাহ : ১২০]

তাদের জন্য তা লিখে দেওয়া হয়,
যাতে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের
সর্বোত্তম প্রতিদান দিতে পারেন। [সূরা
তাওবাহ : ১২১]

উভয় আয়াতই প্রতিদানের কথা বলে শেষ হয়েছে। কিন্তু প্রথম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে—তাদের জন্য একটি ‘সৎকর্ম’ লিখে দেওয়া হয়, অন্যদিকে দ্বিতীয় আয়াতে শুধু বলা হয়েছে—তা ‘লিখে দেওয়া হয়’। দ্বিতীয় আয়াতে ‘কর্ম’ শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি, কারণ এখানে যে কাজগুলোর কথা বলা হয়েছে তা স্পষ্টতই কর্ম:

وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ

আর তারা (আল্লাহর পথে জেহাদে) ছোট কিংবা বড় যাকিছুই ব্যয় করে
অথবা যেকোনো উপত্যকা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়।

[সূরা তাওবাহ : ১২১]

অর্থব্যয় করা এবং আল্লাহর পথে সফর করা এগুলো স্পষ্টতই কর্ম, তাই এখানে ‘কর্ম’ শব্দটি পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়েনি।

কিন্তু প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেন:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخَصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

এটা এ কারণে যে, আল্লাহর পথে তাদের কোনো তৃষ্ণা, ক্লান্তি বা ক্ষুধা স্পর্শ
করে না...। [সূরা তাওবাহ : ১২০]

কী অসাধারণ! তৃষ্ণার্ত থাকা, ক্লান্ত থাকা বা ক্ষুধার্ত থাকা—এগুলো কোনো কর্ম নয়। কিন্তু যখন এগুলো আল্লাহর জন্য করা হয়, তখন এগুলো সবই কর্ম হিসেবে পরিগণিত হয়। তাই এখানে আল্লাহ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এগুলো তাদের জন্য ‘সৎকর্ম’ হিসেবে লিখে দেওয়া হয়।

যখন আপনি রোযা রাখেন, আপনার প্রতিটি মুহূর্ত একটি কর্ম হিসেবে গণ্য হয়—এমনকি যখন ঘুমিয়ে থাকেন সেই ক্ষণটুকুও। যখন আপনি আল্লাহর পথে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকেন, সেটাও একটি কর্ম।

আপনি যা কর্ম হিসেবে ভাবতেও পারেননি, আল্লাহ তা-ও কর্ম হিসেবে গণনা করেন। কেউ যেটা কখনো কর্ম হিসেবে দেখে না, আল্লাহ সেটাকেও কর্ম হিসেবে পরিগণিত করে তার জন্য সওয়াবও নির্ধারণ করে রাখেন!

আল্লাহ আমাদের সকল কর্মের এবং তিনি যা কর্ম হিসেবে গণ্য করেন তার উত্তম প্রতিদান দান করেন।